বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

এফ,ই সার্কুলার নং ১৮

তারিখ ঃ অগ্রহায়ণ ২৪, ১৪১২ / ডিসেম্বর ০৮, ২০০৫

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের
সকল অনুমোদিত ডিলার ।

প্রিয় মহোদয়,

ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ কৃষিভিত্তিক শিল্প বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানিতে ২০% হারে ভর্তূকী প্রদান প্রসংগে ।

সরকার ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে এই ইপিজেড-এ উৎপাদিত লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানিতে পণ্যের হ্যান্ডলিং, মানোন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণে নির্বাহকৃত ব্যয় এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহন ও ফ্রেইট চার্জ পরিশোধজনিত ব্যয়ের বিপরীতে ভর্তূকী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে । এই ভর্তূকী সুবিধা জুলাই ০১, ২০০৫ হইতে শুরু করিয়া আগামী জুন ৩০, ২০০৬ তারিখ পর্যন্ত জাহাজীকৃত লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানির জন্য প্রযোজ্য হইবে । এই ভর্তূকীর হার হইবে নীট প্রত্যাবাসিত এফওবি মূল্যের ২০% । রপ্তানি ডকুমেন্ট নেগোসিয়েশনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা হইতে এই ভর্তূকী প্রদান করা হইবে । লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানির জন্য ভর্তূকীর আবেদনপত্রের বিপরীতে পরিশোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ডিলারের অনুসরণীয় নির্দেশাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

০২। ভর্তূকীর আবেদনপত্র দাখিলের শর্তাবলী ঃ

(ক) সকল ক্ষেত্রে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের (অর্থাৎ বিদেশে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নস্ট্রো হিসাবে রপ্তানিমূল্য আকলনের) তারিখের ১৮০ দিনের মধ্যে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় নির্ধারিত ফরম-ক তে ভর্তূকীর জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে ।

(খ) এলসি এর আওতায় রপ্তানি পরবর্তী পর্যায়ে প্রণীত রপ্তানি দলিলের বিপরীতে প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয় কিংবা রপ্তানি পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরিত ডকুমেন্টারী কালেকশনস এর বিপরীতে প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয়ই ভর্তূকী পাইবার জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে ।

০৩। অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক আবেদনপত্র গ্রহণ, পরীক্ষণ ও পরিশোধ নিষ্পত্তি ঃ

(ক) লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানির বিপরীতে ভর্তূকী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা) এর নিকট হইতে সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র (ফরম 'ঘ' মোতাবেক) গ্রহন করিতে হইবে । ভর্তূকী গ্রহনের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক শাখায় দাখিলকৃত ভর্তূকী প্রদান সংক্রান্ত সমুদয় কাগজপত্র/ডকুমেন্টস(বিএল/এয়ারওয়ে বিল, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, বিল অফ এক্সপোর্ট) নেগোসিয়েশনকালে ব্যাংক শাখা কর্তৃক সেইগুলির যথার্থতা ও শুদ্ধতার বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া পরিশোধ্য ভর্তূকীর পরিমান নিরুপন করিবে । এই ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যত্যয় এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা দায়ী থাকিবে । প্রাথমিক পরীক্ষণে কোন ত্রুটি/অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হইলে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা তাহা আবেদনপত্র প্রাপ্তির তিন কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে । উল্লেখ্য ভর্তূকী অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হইলে অনিয়মিতভাবে পরিশোধকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত রক্ষিত পরিশোধকারী ব্যাংকের হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিয়া লওয়া হইবে এবং এই অনিয়মের সংগে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

(খ) রপ্তানি ডকুমেন্ট নিগোসিয়েশনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা তাহাদের প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিকলন করিয়া যথাযথ প্রাপ্ত আবেদনপত্রের বিপরীতে ভর্তূকী পরিশোধ করিবে । শাখা ভর্তূকী পরিশোধের মাসিক বিবরণী ফরম-খ তে প্রদত্ত ছক অনুসারে দুই প্রস্থে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে; প্রধান কার্যালয় মাসিক পরিশোধ বিবরণীসমূহের একীভূত তথ্য বিবরণীর একটি করিয়া কপি ফরওয়ার্ডিং পত্রসহ পরবর্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (বেসরকারী ব্যাংকের ক্ষেত্রে) ও রাষ্ট্রায়ত্ত বানিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ বরাবরে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিবে ।

চলমান পাতা-২

(গ) প্রতিক্ষেত্রে ভর্তূকী পরিশোধ অনুমোদনের সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট পিআরসি এর উপর সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে 'ভর্তূকী পরিশোধিত' মর্মে সীল এবং পরিশোধ অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে ঐ পিআরসি'র পুনর্বার ব্যবহারের সুযোগ না থাকে । একই রপ্তানির বিপরীতে একাধিকবার পিআরসি ইস্যুকৃত না হইবার বিষয়ে অনুমোদিত ডিলারগণকে এফই সার্কুলার নং-০৬/৯৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ।

(ঘ) ভর্তূকী পরিশোধের পূর্বে ভর্তূকী দাবীর যথার্থতার বিষয়ে প্রতিটি দাবী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত অডিট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে ।

(ঙ) ভর্তূকী পরিশোধকৃত সকল কেস সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের/সরকারী বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগের পরিদর্শন/নিরীক্ষার জন্য পরিশোধ তারিখ হইতে অন্যূন তিন বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত শাখায় সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

(চ) রপ্তানিমূল্য, রপ্তানিকৃত লিকুইড গ্লুকোজ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য ও পরিমাণের বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে বা তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও অডিট ফার্ম বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি, বাড়ী নং -১৯/ডি, সড়ক নং ৬, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা এর পরামর্শ গ্রহণ করিবে ।

০৪। ভর্তূকী পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ইমপ্রেষ্ট তহবিল সংগ্রহ ও পুনঃযোগান প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ঃ

ভর্তূকী পরিশোধের লক্ষ্যে সরকারী মঞ্জুরী আদেশের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারী হিসাব হইতে ইমপ্রেষ্ট আগাম আকারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করিবে । সুনির্দিষ্ট সরকারী বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে এই ভর্তূকী পরিশোধ করা হইবে । অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস ও বাজেটিং বিভাগে পেশকৃত ভর্তূকীর দাবীসমূহ সরকার কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থের পরিমানের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক আনুপাতিক হারে ইমপ্রেষ্ট তহবিল ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে প্রদান করিবে । ইমপ্রেষ্ট তহবিল ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাংকসমূহ ফরম-গ তে প্রদত্ত ছকে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস ও বাজেটিং বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের বরাবরে মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ১৫(পনের) তারিখের মধ্যে দাখিল করিবে । ইমপ্রেষ্ট আগামের ব্যাংকওয়ারী স্থিতি পর্যালোচনান্তে উহার ব্যবহারের গতি প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া একাউন্টস ও বাজেটিং বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদত্ত ইমপ্রেষ্ট আগাম হইতে একমাসের সম্ভাব্য চাহিদার অতিরিক্ত অংক ফেরত লইতে পারিবে ।

০৫। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এতদ্‌মর্মে অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(খন্দকার খালিদুর রহমান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৩৭৫

ফরম-ক

অনুচ্ছেদ ০২(ক), এফই সার্কুলার নং- ১৮/২০০৫ দ্রষ্টব্য

ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ উৎপাদিত লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানির বিপরীতে ভর্তূকীর জন্য আবেদনপত্র।

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা .....

.....

রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর .....

(খ) রপ্তানি ঋণপত্রের নম্বর, তারিখ ও মূল্য .....

.....

(পাঠযোগ্য সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে)

(গ) রপ্তানিকৃত লিকুইড গ্লুকোজ উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণাদির সংগ্রহ সূত্র ঃ

(১) দেশীয় উপকরণাদিঃ

সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	উপকরণের নাম ও পরিমান	ঋণপত্র নং ও তারিখ	মূল্য
১	২	৩	৩

(রপ্তানিকৃত লিকুইড গ্লুকোজের বর্ণনা, পরিমান, মূল্য এবং উপকরণাদির সংগ্রহসূত্রের বিষয়ে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে।)

(২) আমদানিকৃত উপকরণাদিঃ

সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	উপকরণের নাম ও পরিমান	ঋণপত্রের নম্বর ও তারিখ	মূল্য
১	২	৩	৪

(৩ নং কলামে উল্লিখিত ঋণপত্রগুলির পাঠযোগ্য সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে। রপ্তানি পণ্যে ব্যবহৃত স্থানীয় উপকরনাদির বর্ণনা, পরিমান, মূল্য এবং সংগ্রহসূত্রের সম্পর্কে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে।)

(ঘ) লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানি চালানের বিবরণ ঃ

পণ্যের বর্ণনা	পরিমান	ইনভয়েস মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়)	জাহাজীকরণের তারিখ	ইএক্সপি নম্বর	বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য ও প্রত্যাবাসনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬

(রপ্তানি ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট এবং বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল এর সত্যায়িত পাঠযোগ্য কপি এবং মুল রপ্তানিমুল্য প্রত্যাবাসন সনদপত্র (পিআরসি) দাখিল করিতে হইবে। রপ্তানিকৃত লিকুইড গ্লুকোজের মূল্য ও পরিমানের সঠিকতার বিষয় এবং ঈশ্বরদী ইপিজেডস্থিত প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন সম্পর্কে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে।)

(ঙ) ভর্তূকীর আবেদনকৃত অংক ঃ

(বৈদেশিক মুদ্রায়)

প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়ার পরিমান	বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পরিশোধ্য কমিশন, ইনস্যুরেন্স, ইত্যাদি (যদি থাকে)	নীট এফওবি রপ্তানি মূল্য ১-(২+৩)	প্রাপ্য ভর্তূকী ২০ ৪ ×----- ১০০
১	২	৩	৪	৫

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়ার উল্লেখ সম্বলিত ফ্রেইট সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে)

(চ) ঈশ্বরদী ইপিজেডস্থিত স্বীয় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানির বিপরীতে ভর্তূকীর আবেদন করা হইল। এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি/ঘোষণা সম্পূর্ণ সঠিক। যদি পরবর্তীতে ইহাতে কোন ভুল/অসত্য/প্রতারণা/জালিয়াতি প্রমানিত হয় তবে গৃহীত ভর্তূকীর সমুদয় অর্থ বা উহার অংশ বিশেষ আমার/আমাদের ব্যাংক হিসাব হইতে আদায় করিয়া লওয়া যাইবে।

তারিখ ঃ .....

.....
আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবী।

(ছ) ভর্তূকী প্রদানকারী ব্যাংক শাখা কর্তৃক পূরণীয় ঃ

প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়)	বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পরিশোধ্য কমিশন, ইনসুরেন্স ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়া বাবত মোট বিয়োজন	নীট এফওবি রপ্তানিমূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) ১ - ২	পরিশোধ্য ভর্তূকীর পরিমান (টাকায়) ঃ ২০ ৩ ×----- × রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন তারিখে ১০০ সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার ওডি সাইট ক্রয় মূল্য
১	২	৩	৪

পরিশোধিত ভর্তূকীর পরিমান (টাকায়) ঃ .....

পরিশোধের তারিখ ঃ .....

.....
ভর্তূকী অনুমোদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক
কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবী।

অনুচ্ছেদ ০৩(খ) এফই সার্কুলার নং- ১৮/২০০৫ দ্রষ্টব্য

ফরম-'খ'

এফ.ই সার্কুলার নং ১৮/২০০৫ মোতাবেক লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানিতে ভর্তুকী পরিশোধের ------- /২০.. মাসের বিবরণী

অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখার নাম ঃ.....

ভর্তূকীর আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সংশ্লিষ্ট রপ্তানির তথ্যাদি					পরিশোধিত ভর্তূকীর পরিমান (টাকায়)	পরিশোধের তারিখ	পূর্ববর্তী কোনও অতিরিক্ত পরিশোধ (যদি থাকে) উহার আদায়ের পরিমান (টাকায়)	শাখায় প্রাপ্ত অনিষ্পন্ন আবেদনের	
	রপ্তানিকৃত লিকুইড গ্লুকোজের বর্ণনা	জাহাজীকরণের তারিখ ও গন্তব্য বন্দর	ইএক্সপি নম্বর	মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়)	প্রত্যাবাসিত নীট এফওবি মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়)				সংখ্যা	দাবীকৃত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

দাপ্তরিক সীল মোহর ।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর, তারিখ, নাম ও পদবী

অনুচ্ছেদ ০৪ এফ, ই সার্কুলার নং- ১৮/২০০৫ দ্রষ্টব্য

ফরম-'গ'

এফ.ই সার্কুলার নং ১৮/২০০৫ মোতাবেক লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানিতে ভর্তুকী বাবদ ইমপ্রেষ্ট হিসাবের .... .সনের ..... মাসের বিবরণী ।

..... ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।

ইমপ্রেষ্ট হিসাবের প্রারম্ভিক স্থিতি (টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে পুনঃযোগান প্রাপ্তি		শাখাসমূহ কর্তৃক পূর্ববর্তী পরিশোধ সমুহের বিপরীতে এক্সপোর্ট ক্লেইম বা অন্যবিধ কারণে পরবর্তী সমন্বয় বাবত ফেরত আদায়ের অংক (যদি থাকে) (টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন মাসে অনুমোদিত ডিলার শাখাসমূহ কর্তৃক পরিশোধ		মাসান্তের সমাপনী স্থিতি (টাকায়) [(১+৩+৪)-৬]	শাখাসমূহে প্রাপ্ত আবেদনের		পরবর্তী মাসের পরিশোধের জন্য ইমপ্রেষ্ট হিসাবের প্রয়োজনীয় পুনঃযোগানের পরিমান (টাকায়)(৯-৭)*
	তারিখ	পরিমান (টাকায়)		আবেদনের সংখ্যা	মোট পরিশোধ (টাকায়)		সংখ্যা	দাবীকৃত অংক (টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

(* ৭নং কলামে উল্লিখিত সমাপনী স্থিতি ৯নং কলামে উল্লিখিত পরিমান হইতে কম হওয়ার ক্ষেত্রে ১০ নং কলামে উল্লিখিত অংকের পুনঃযোগান চাহিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে পত্র দিতে হইবে) ।

দাপ্তরিক সীল মোহর ।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর, তারিখ, নাম ও পদবী

সার্কুলার নং ১৮/২০০৫ এর ০৩(ক) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য **ফরম - ঘ**

বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা) প্রদেয় সনদপত্র

লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানিতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ভর্তুকীর আবেদনের সংগে প্রদেয় সনদপত্র

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

২। রপ্তানি ঋণপত্রের নম্বর ঃ তারিখ ঃ মূল্যমান ঃ

৩। বিদেশী ক্রেতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৪। বিদেশী ক্রেতার ব্যাংকের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৫। ক) ইনভয়েস নম্বর ঃ তারিখ ঃ
খ) ইনভয়েসে উল্লেখিত পণ্যের পরিমান ঃ মূল্য ঃ

৬। লিকুইড গ্লুকোজ উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণাদির সংগ্রহ সূত্র ঃ

ক) দেশীয় উপকরণাদিঃ পরিমান ঃ মূল্য ঃ

সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	উপকরণের নাম ও পরিমান	ঋণপত্র নং ও তারিখ	মূল্য

খ) আমদানিকৃত উপকরণাদিঃ

সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	উপকরণের নাম ও পরিমান	ঋণপত্র নং ও তারিখ	মূল্য

৭। ক) রপ্তানিকৃত লিকুইড গ্লুকোজের বর্ণনা ঃ
খ) পরিমান ঃ মূল্যঃ

৮। জাহাজীকরনের তারিখ ঃ গন্তব্য বন্দর ঃ

৯। ইএক্সপি নম্বর ঃ তারিখ ঃ মূল্য ঃ

১০। মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) ঃ

১১। প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের সনদপত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ

১২। নীট এফওবি মূল্য ঃ

(রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর ও তারিখ)

উপরোক্ত রপ্তানির বিষয়ে ঘোষিত তথ্যাদি সঠিক ও নির্ভূল । সংশ্লিষ্ট রপ্তানি চালানের লিকুইড গ্লুকোজ ঈশ্বরদী ইপিজেডস্থিত আমাদের নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত । বিদেশী ক্রেতা/আমদানিকারকের যথার্থতা/ বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও নিশ্চিত করা হইল ।

(রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর ও তারিখ)

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক রপ্তানিকৃত লিকুইড গ্লুকোজ ঈশ্বরদী ইপিজেডস্থিত তাহাদের নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত হইয়াছে, এবং উক্ত লিকুইড গ্লুকোজ উৎপাদনে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত উপকরণাদির সংগ্রহ সূত্রের ঘোষনার যথার্থতা প্রত্যায়িত হইল । লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যাবাসিত মূল্যের অনুকুলে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে ভর্তূকী প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হইল ।

বেপজা এর দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

কোন প্রকার ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া বা সংশোধন করা হইলে এই প্রত্যয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।